



92806 - সুন্নত পদ্ধতি কি দুই হাতে মুসাফাহা করা?

প্রশ্ন

সুন্নত পদ্ধতি কি শুধু ডান হাতে মুসাফাহা করা? যার সাথে সালাম করা হল তার হাতটি সালামদাতার হাতদ্বয়রে মাঝখানে রাখা (দুই হাতের মাঝখানে এক হাত) কমন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

দখো হলে মুসাফাহা বা করমর্দন করা একটি ইসলামী রীতি ও উত্তম চরিত্র। এটি মুসাফাহাকারী ব্যক্তদ্বয়রে মাঝে ভালবাসা ও হৃদয়তার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে এটি মুসলমানদের পারস্পরিকিং হিংসা-বদ্বিবেষে ও কলহ দূর করে দেয়। মুসাফাহা-এর ফজলিতরে ব্যাপারে একটি মহান হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। সএ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কোন মুসলমিদ্বয় যদি সাক্ষাত করে পরস্পর মুসাফাহা করে তাহলে তারা বচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ববহে তাদরে পাপ ক্ষমা করে দেয় হয়।” [সুনানে আবু দাউদ (৫২১২); আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলেছেন]

সাহাবীদের সমাজে মুসাফাহা একটি মশহুর অভ্যাস ছিল। কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাস বনি মালিক (রাঃ)কে বললেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মাঝে কি মুসাফাহার প্রথা ছিল? তিনি বলেন: হ্যাঁ।” [সহহি বুখারী (৬২৬৩)]

ইবনে বাত্‌তাল বলেন: “সর্বস্তরে আলমেদের মতে, মুসাফাহা একটি নকে কাজ। নবী বলেন: সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুন্নত মর্মে ইজমা বা আলমেদের ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছে।” [যমেনটি রয়েছে ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (১১/৫৫)]

দুই:

মুসাফাহা (مصافحة) সংঘটিত হয় ব্যক্তিতার হাতের তালু (صَفْح) অপর ব্যক্তিতার হাতের তালু (صَفْح) তে রাখার মাধ্যমে— এটাই আরবী ভাষার দাবী; ঠিকি যমেনটি উদ্ধৃত হয়েছে ‘মুজামু মাকায়সিলি লুগাহ’ (৩/২২৯) ও অন্যান্য অভিধানে। মুসাফাহা সম্পর্কে ইতপূর্ববে উল্লেখিত হাদিসগুলোর আপাতঃ মর্মে এভাবেই বুঝতে হবে। এ কারণে অধিকাংশ আলমেদের মতে, এক হাতে মুসাফাহা করাই সুন্নত হিসেবে যথেষ্ট এবং এটা ছিল মুসলমানদের মাঝে ও সাহাবায়েরে কেরোমেরে মাঝে সাধারণ অভ্যাস।



আলবানী তাঁর ‘আস-সলিসলি আস-সাহহি’ গ্রন্থে (১/২২) এক হাদিসের শর্কিয়ার মধ্যে উল্লেখ করেন: “মুসাফাহার ক্ষতেরে এক হাত দিয়ে ধরা। মুসাফাহার আলোচনা অনেক হাদিসে স্থান পেয়েছে। উল্লেখিত হাদিসটি যা প্রমাণ করছে এ শব্দটির ভাষাগত বুৎপত্তিও সটোই নির্দেশে করছে। আমি বলব: যে হাদিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলোর কোন কোনটি পূর্ববোক্ত অর্থেরে প্রতিনির্দেশে করছে; যমেন- হুয়াইফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মারফু হাদিস: ‘নশিচয় এক মুমনি যখন অপর মুমনির সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম দিয়ে এবং তার হাত (একবচনের শব্দ) ধরে তার সাথে মুসাফাহা করে তখন তাদের দুইজনরে গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায় যতভাবে গাছরে পাতা ঝরে যায়।’ [আল-মুনযরি (৩/২৭০) বলেন: তাবারানী হাদিসটি ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে বর্ণনা করছেন এবং হাদিসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারো ব্যাপারে জারহ (নেতাবিচক মন্তব্য) উদ্ভূত হয়েছে মরম্মে আমি জানি না।’ আমি বলব: হাদিসটির কিছু শাহদে (সমার্থক ভিন্ন হাদিস) রয়েছে। যগুলোর সহযোগিতায় হাদিসটি ‘সহহি’ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এ সবগুলো হাদিস নির্দেশে করছে যে, মুসাফাহার ক্ষতেরে সুনত হচ্চে—এক হাতই ধরা।’ [সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, কিছু হানাফি আলমে ও মালকেই আলমে মত দিয়েছেন যে, দুই হাতে মুসাফাহা করা মুস্তাহাব; তা এভাবে যে, বাম কব্জরি তালু অপর ব্যক্তির কব্জরি পঠিরে ওপর রাখা—এ পদ্ধতিতে মুসাফাহা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়েরে অধ্যাসগত সুনত বা আদর্শ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। বরং এ ক্ষতেরে সর্বোচ্চ যা বর্ণিত হয়েছে সটো হল এক হাদিসে এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ সাহাবীকে শিক্ষা দেওয়া ও দকি-নির্দেশনা দেয়ার সময় গুরুত্বারোপ করার জন্য তার হাতকে তিনি দুই হাত দিয়ে ধরছিলেন; যমেনটি সহহি বুখারী (৬২৬৫) ও সহহি মুসলমি (৪০২)-এ উদ্ভূত হয়েছে যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত তার হাতদ্বয়েরে মধ্যে রেখে আমাকে তাশাহুদ শখিয়ছেন।”

কিন্তু, এটি সাধারণ অভ্যাস ছিল না; যমেনটি ইতিপূর্বই সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, মূল পদ্ধতি ছিল— একহাতে মুসাফাহা করা। কোন কোন রেওয়াজতে সটো দ্বয়র্থহীনভাবে উদ্ভূত হয়েছে। বরং এ হাদিসেও সে দলিল রয়েছে। কারণ যদি এভাবে দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করাটাই অভ্যাস হত তাহলে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ অবস্থাটির কথা উল্লেখ করতেন না। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ অবস্থাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবীদের সাথে মুসাফাহা করার ক্ষতেরে এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে অভ্যাস ছিল না।

তদুপরি, দুইহাতে মুসাফাহা করাকে বদিত বলা যাবে না। বরং এটিও জায়যে। তবে, শুধু এক হাতে মুসাফাহা করাটাই সুনত পদ্ধতিও উত্তম। হাম্মাদ বনি যায়দে থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ বনি মুবারকের সাথে দুই হাতে মুসাফাহা করছেন; যমেনটি সহহি বুখারীতে ‘তালীক’ (পৃষ্ঠা-১২০৬) হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (২৪/১২৫) এসছে:



“দুই হাতে মুসাফাহা করার ব্যাপারে আমরা কোনে কিছু জাননি। তবে এভাবে করাটা অনুচিত। উত্তম হল— এক হাতে মুসাফাহা করা।”[সমাপ্ত]

দখোন: ‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়্যা’ গ্রন্থেরে ‘মুসাফাহা’ ভুক্তি ও ‘তুহফাতুল আহওয়্যা’ (৭/৪৩১-৪৩৩)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।